দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 8 .. 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের নিন্দা-প্রতিবাদ অব্যাহত

সরকার দেশে ধর্মহীন শিক্ষা চালু করতে চায়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন অব্যাহত রয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ভারতের সেবাদাস বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে এ দেশে ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা চালু করতে চায়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের এই চক্রান্ত ছাত্র-জনতা প্রতিহত করবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠক গত মঙ্গলবার আমীরে মজলিস শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনে সরকারী ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইসলামী ঐক্যজোটের কার্যক্রম ও বিরোধী দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জাতীয় ওলামা পার্টি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সভা জাতীয় পার্টি কলাবাগানস্থ কার্যালয়ে মঙ্গলবার বিকেলে পার্টির সভাপতি মাওলানা আ[illegible]নসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের শত শত মাদ্রাসার সরকারী মঞ্জুরি বাতিল করে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান হয়। সভায় বলা হয়, এদেশ পীর-আওলিয়াদের দেশ। শতকরা ৯ ভাগ মুসলমানদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্ত একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত। সরকার ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার একটা নীলনকশার অংশ হিসেবে মাদ্রাসা বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে মূলত আগুন নিয়ে খেলা করছেন। সভায় অবিলম্বে এ ধরনের অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির মহানগরী শাখার এক প্রতিনিধি সভা সম্প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল বাছেতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট মোবিন, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ শাজাহান চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক এমএ রশিদ প্রধান, সমাজ সেবা সম্পাদক শেখ নাজিমউদ্দিন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এমএ মতিন, নূরুল ইসলাম জি[illegible] ও মো[illegible] হাসান প্রমুখ।

সভায় এনডিএ'র চেয়ারম্যান এডঃ নূরুল হক মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ ওয়ালিউল্লাহ মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগণ বর্তমান তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকার মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত ও কোরআন শরীফ অবমাননা করার কারণে দেশের তৌহিদী জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেজ মোহাঃ জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, কিছুদিন পূর্বে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সমাবেশ শেষে মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আইসিপির জাতীয় ৭ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানের বহু দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভূক্তি বাতিল এবং শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র ছাত্র-শিক্ষক সহ্য করবে না। যে কোন উপায়ে এমনকি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও তারা সকল ষড়যন্ত্র রুখবেই ইনশাআল্লাহ।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র এবং ক্রমবর্ধমান কোরআন অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা জেলা সভাপতি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনা আজ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসা বন্ধের হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। '৯৬-এর নির্বাচনে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হলেও দেশবাসীকে আর কোন মিষ্টি কথা ও চাটুকারিতায় ভোলানো যাবে না। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চেষ্টা চালালে ছাত্র মজলিস তৌহিদী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনাতন্ত্র বন্ধ করে দেবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত মঙ্গলবার জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে শহর বটতলায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের জেলা সভাপতি আ. ন. ম. নাজাতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ

সভায় বক্তব্য রাখেন- জেলা সেক্রেটারী মোঃ খাইরুল হাসান, শহর সেক্রেটারী হাসমত উল্লাহ, ঢাকা বিআইটি সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম ও ভাওয়াল কলেজ সভাপতি মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান। বক্তারা বলেন, ভারতের সেবাদাস সরকার দেশে ধর্মহীন শিক্ষা চালু করতে চায়।

জমিয়াতুল মুফাসসিরীন বাংলাদেশ-এর সভাপতি কেএম আব্দুস সোবহান ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা বজলুর রহমান আমিনী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, আলেম তৈরীর কারখানা মাদ্রাসা বন্ধ করে সরকার দেশকে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের মত অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চায়। মুসলমানদের ঈমান-আকিদা নষ্ট করে পৌত্তলিক বানাবার জন্য সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করতে চায়। বাতিল প্রতিরোধ পরিষদের আহবায়ক হাজী জালাল উদ্দিন বকুল এক বিবৃতিতে মাদ্রাসার স্বীকৃতি বন্ধের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে আবারও প্রমাণ করল যে, তারা বৃটিশ বেনিয়াদের চেয়েও ইসলাম বিদ্বেষী।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সভাপতি সৈয়দ ইউনুছ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কয়েছুজ্জামান ও সহসাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমদ চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শের পতাকাবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার না করলে মুসলিম ছাত্র-জনতা সরকারের বিরুদ্ধে এমন কঠোর আন্দোলন শুরু করবে যে তাতে সরকার দেশ ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

নেতৃবৃন্দ যেসব মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিল করা হয়েছে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি প্রিন্সিপাল মোঃ আমিরুজ্জামান ও সেক্রেটারী অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী শত শত মাদ্রাসার সরকারী স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন-ভাতা বন্ধের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষার প্রতি সরকারের এই বিমাতাসুলভ আচরণ আত্মঘাতি ও একপেশে। ৯০% মুসলমানের এ দেশে এটা অমর্যাদাকর। এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষক নেতৃদ্বয়, ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধের এই অগণতান্ত্রিক, অমানবিক, মানহানিকর ও বিদ্বেষপ্রসূত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান। জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সেক্রেটারী মাওলানা নূরুল আবছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দলের নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসে বর্তমান সরকার কর্তৃক জনগণের ওপর ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত জনগণ রুখবে।

তারা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে শত শত মাদ্রাসার বেতন-ভাতা ও স্বীকৃতি বাতিল করে সরকার ইতোমধ্যেই ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার বন্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার না করা হলে ইসলামপ্রিয় জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাবে। বৈঠকে জামায়াত নেতা অধ্যাপক মামুনুর রশীদ, মাওলানা জামাল হোসাইন, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কোরআন প্রচার সংস্থার প্রতিবাদ সভায় বক্তাগণ বলেন, পবিত্র কোরআনের অবমাননা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র জনগণ বরদাশত করবে না। গত মঙ্গলবার পটিয়ায় ইত্তেহাদের সেক্রেটারী মাওলানা ইরফান কাছেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ, মাওলানা শাহেদ রহমান, মাওলানা মুহিবুল্লা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ মাদ্রাসা বিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান এবং ইসলাম ও কোরআনের মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।

সাতক্ষীরা থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, সাতক্ষীরা জেলার ৩৬টি মাদ্রাসাসহ সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার প্রতিবাদে সাতক্ষীরার ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার বিকালে শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে মঈন উদ্দিনের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে ইসলামী আন্দোলনকে বন্ধ করা যাবে না। বক্তাগণ সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্য জোর দাবী জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের নীলনকশা রুখতে ছাত্র দল প্রস্তুত

—নারায়ণগঞ্জ ছাত্র দল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক ভিপি মশিউজ্জামান পাভেল এক বিবৃতিতে নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্র দলের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম জোসেফকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট, মিথ্যাচারী, নাস্তিক সরকার যদি মাজহারুল ইসলাম জোসেফকে মুক্তি না দেয়, তাহলে ছাত্র দল কঠিন কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। তিনি আরও বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য যে, নীলনকশা তৈরী করা হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রকে রুখতে ইনশাআল্লাহ ছাত্র দল রাজপথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত।

মাদ্রাসা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার না করলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে

—ফুলতলীর পীর ছাহেব

সিলেট অফিস ঃ ফুলতলীর পীর ছাহেব বলেছেন, দেশের ৪ হাজার মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন বন্ধ করার পদক্ষেপ সরকারের ইসলাম বিরোধীতার চরম বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে ষড়যন্ত্রের অংশহিসেবে মাদ্রাসাসমূহে ৫০ ভাগ শিক্ষিকা নিয়োগের আদেশ দিয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসা বন্ধের ঘোষণায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ফুলতলীর পীর বলেন, এই আদেশ প্রত্যাহার না করলে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।